চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৫ জুলাই'২০২১খ্রি.

আধুনিকায়ন কাজ পরিদর্শনে মেয়র

মেমন হাসপাতালের হারানো সুনাম ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী চসিক পরিচালিত মেমন মাতৃসদন হাসপতালের হারানো সুনাম ও কীর্তি পুনরুদ্ধারে সব ধরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, প্রয়াত মেয়র ও জননেতা এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠানটিকে যে উন্নত মান ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে এর মান ও মর্যাদার অবনমন ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানটি এক সময় প্রসূতি মায়েদের একমাত্র অন্যতম আস্থা ও ভরসাস্থল হিসেবে স্বীকৃত থাকলেও এখন আকর্ষণ হারিয়েছে। এই ক্রম অবনতিশীল দুরাবস্থা আমাদের সকলের জন্য পীড়া দায়ক। তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর মেমন মামৃসদন হাসপাতালকে আধুনিকায়ন ও মান পুনরুদ্ধারে উদ্যেগী হয়ে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি তাতে ইতিবাচক সুফল আসবে মনে করি। তিনি আরো বলেন, এই হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ও অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অন্যান্য উপাদানের যে-ঘাটতিগুলো রয়েছে সে সমস্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। এর ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলোও দূর করা হবে। এই হাসপাতালটিকে আধুনিকায়ন করে যুযোপযোগী করা হচ্ছে এবং প্রসূতি মা ও সেবা প্রত্যাশীদের আস্থা ও ভরসার জায়গা হিসেবে ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি মেমন হাসপাতালের উন্নয়নে নিয়োজিত ঠিকাদারকে মান সম্পন্ন সরঞ্জাম ও কাজের গুণগতমান বজায় রাখার নির্দেশ দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন-প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, স্বাস্থ্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, আবদুস সালাম মাসুম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, নির্বাহী প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম প্রমুখ।

সাগরে মা ইলিশ রক্ষা ও ঝাটকা নিধন নিষেধাজ্ঞা মান্য করা অনন্য দেশপ্রেম

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, মা ইলিশ রক্ষা ও ঝাটকা নিধন বন্ধে সাগরে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এতে জেলেরা সংক্ষুব্ধ। তাদের জীবনের চাকা সাময়িক থেমে গেলে সরকার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং আপদকালীন সময়ে ত্রাণ দিচ্ছে। যদিও তা অপ্রতুল। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, কয়েক বছর ধরে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইলিশ পোনা ও রেনু প্রজননের স্বার্থে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ায় জাতি এর সুফল পাচ্ছে এবং ভরা মৌসুমে ইলিশ আহরণের মাত্রা ও পরিধি রেকর্ড পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আজ সোমবার সকালে নগরীর দক্ষিণ কাট্টলী ওয়র্ডের সাগর সংলগ্ন রানি রাসমনি ঘাট ও ও জেলে পাড়ায় মৎস্যজীবীদের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা পালন করতে গিয়ে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। করোনাকালে এই কষ্ট আরো বেশি। তাই আমাদের অনুরোধ সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করবেন না। সাময়িক কষ্ট হলেও মা মাছ ও ঝাটকা নিধন করবেন না। এটাই হবে আপনাদের মহান ত্যাগ এবং অনন্য দেশপ্রেম। এতে আপনারাই লাভবান হবেন। এ জন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সাধ্যমত আপনাদের পাশে থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড কাউন্সিলর অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল,সমাজ সেবক মো. নুরুজ্জামান, জেলে সম্প্রদায়ের মিন্টু জলদাস, সুমন জলদাস, কৈবল্য জলদাশ প্রমুখ।

চউককে চসিক মেয়রের অনুরোধ

মাইট্যালার খালের প্রবেশ মুখ থেকে ব্লক অপসারণ করা হোক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী নগরীর দক্ষিণ হালিশহর, উত্তর পতেঙ্গা ও দক্ষিণ পতেঙ্গা ওয়ার্ডের বিরাট অংশকে বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতামুক্ত ও নগারিক দূর্ভোগ লাঘবে মাইট্যালার খালের প্রবেশ মুখ গার্ডার ওয়াল নির্মান করতে গিয়ে স্থাপিত ব্লক সরিয়ে পানি চলাচলের ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য সিডিএ কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি আজ সোমবার বিকেলে স্টিল মিল বাজার সংলগ্ন ব্যাব-৭ এর কার্যালয়ের সম্মুখস্থলে চসিক পরিচ্ছন্ন ও

প্রকৌশল বিভাগের যান্ত্রিক শাখা কর্তৃক বিভিন্ন বড় নালা-নর্দমা থেকে এক্সেভেলেটরের মাধ্যমে মাটি ও বর্জ্য সরানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি ইতোপূর্বে তাঁকে র‍্যাব-৭ ও এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দেয়া পত্রে ভাষ্য উল্লেখ করে বলেন, এই তিনটি ওয়ার্ডে ইপিজেড, নৌ-বাহিনী আবাসিক এলাকা, স্টীল মিল বাজার সংলগ্ন স্থানে র‍্যাব-৭ এর মলূ কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া অসংখ্য সরকারি-বেসরকারি কল-কারখানা, তৈরী পোষাক শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে। এখানকার পানি প্রবাহের প্রধন পথ মাইট্যালার খাল। এই তিনটি ওয়ার্ডের সকল নালা-নর্দমার পানি এই খালে গিয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমানে খালের প্রবেশ মুখে চউক কর্তৃপক্ষ গার্ডার ওয়াল নির্মান করতে গিয়ে বালি ও কংক্রিট ভর্তি বস্তা ফেলে ব্লক তৈরী করে। এর ফলে তিনটি ওয়ার্ডের সমস্ত নালা-নর্দমার পানি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। একারণে বিরাট এলাকা জলাবদ্ধতার শিকার হচ্ছে এবং এলাকাবাসীকে চরম ভোগান্তি পোহতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মেয়র আরো বলেন, মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়ন ধীর গতিতে চলছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সম্পূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়া দু'এক বছরেরও বেশি সময় লাগতে পারে। বৃহত্তর স্বার্থে সাময়িক দুর্ভোগ মেনে নেয়া যায় কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে জলাবদ্ধতা জনিত সমস্যায় নাগরিক ভোগান্তি সহ্য সীমা ছাড়িয়ে যেতে বাধ্য। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় সীমা যতই বাড়ুক না কেন পানি প্রবাহ পথ ব্লক করে দেয়া যায় না এবং এটাই বাস্তবতা । এই জন্য তিনি সিডিএকে অনুরোধ জানান যে, মাইট্যালার খাল সহ যে সমস্ত খালে এধরণের ব্লক বা বাঁধ দেয়া হয়েছে সে-সব স্থানে পানি চলাচলের জন্য বিকল্প পথ তৈরী বা বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হউক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন -ওয়ার্ড কাউন্সিলর জিয়াউল হক সুমন, আবদুল বারেক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত

স্বাস্থ্যবিধি অমান্য রাস্তায় বের হওয়ায়
১৫ ব্যক্তিকে জরিমান করা হয়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী ও স্পেসাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌসের নেতৃত্বে নগরীর নগরীর জিইসি মোড়, ষোলশহর ২নং গেইট, মুরাদপুর, বহদ্দারহাট জংশন, বহদ্দারহাট বাস টার্মিনাল, মৌলভী পুকুর পাড়, সিএন্ডবি মোড়, বাহার সিগন্যাল, কাপ্তাই রাস্তার মাথা, কাজীরহাট, কামাল বাজার, মৌলভী বাজার, কালুরঘাট ও কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। আদালত সরকারি বিধিনিষেধ ও স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করায় মামলা রুজু পূর্বক ১৫ ব্যক্তিকে ২ হাজার ৩শত টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে ম্যাজিস্টেটগণ মাস্ক বিতরণ করেন এবং নগরবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা প্রদান করে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কল্পে ও নগরবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষে চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত অব্যাহত থাকবে। অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্য বৃন্দ।

সংবাদদাতা
স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩